দৈনিক ইনকিলাব

92

FEB. 29 2000
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৩ / কলাম ৩

এপারে ভাষা ...
ভাষার বেহা...

...হাল আমলে একটি নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সারাবছর পার হয়ে ২১ ফেব্রুয়ারী যখন দুয়ারে করাঘাত করে তখন ভাষা আন্দোলনের ক্রেডিট নেয়ার জন্য বিভিন্ন মহলে কমপিটিশন স্টার্ট হয়ে যায়। অথচ ২১ ফেব্রুয়ারীর বিয়োগান্ত ঘটনাটি ঘটেছিল আজ থেকে ৪৮ বছর আগে। এই ৪৮ বছরে দেশে অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। বুড়িগঙ্গা দিয়ে অনেক পানি গড়িয়ে গেছে। '৫২ সালের পর ঠিক ৪ বছরের মাথায় ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রবাহ হিসেবে '৫৪ সালের তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পরিষদের ইলেকশনে শাসক দল মুসলিম লীগের সম্পূর্ণ ভরাডুবি হয়েছে। সেই যে তারা ডুবে গেল তারপর এই বাংলায় তারা আর ভেসে উঠতে পারেনি। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পথ ধরে '৫৪ সালের ইলেকশনে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের ২১ দফা দাবী উত্থিত হয়। ভোটে ২১ দফা জনগণের ম্যাসিভ ম্যান্ডেট পায়। পরবর্তী ঘটনা সকলেরই জানা। আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারির পর থেকেই প্রথমে গোপনে এবং পরে প্রকাশ্যে প্রচারণা শুরু হয়। এটা ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ৬০-এর দশকের প্রথমার্ধে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আমি ছিলাম এসএম হলের আবাসিক ছাত্র। পাশেই ইকবাল হল, যেটা বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। এক সময় আমিও ছাত্র আন্দোলনে জড়িত ছিলাম। দেখেছি কিভাবে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার সপক্ষে কাজ শুরু হয়।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। এ আন্দোলনের ভিত্তি ছিল ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব। লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকাসমূহে একাধিক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। লাহোর প্রস্তাব যদি সাতচল্লিশ সালে পুরাপুরি বাস্তবায়িত হতো তাহলে ভাষা আন্দোলনের প্রয়োজনই হতো না। সেক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রটির একমাত্র রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হতো তা অবধারিত। কিন্তু লাহোর প্রস্তাবকে ১৯৪৬ সালের দিল্লী সম্মেলনে তদানীন্তন পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আংশিক সংশোধন করে একাধিকের পরিবর্তে উভয় অঞ্চল মিলে একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয়। সাতচল্লিশে লাহোর প্রস্তাবের এই আংশিক সংশোধন সত্ত্বেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের দু'টি বৈশিষ্ট্য কারো পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। প্রথমতঃ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলা হয় এই যুক্তিতে যে, বাংলা ছিল তখনকার পাকিস্তানের মেজরিটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা। দ্বিতীয়তঃ তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের মত শুধু অন্যতম প্রদেশ মাত্র ছিল না– পূর্ববঙ্গ ছিল তদানীন্তন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল, অন্যান্য ৪টি প্রদেশ মিলে ছিল এর পশ্চিমাঞ্চল। তাছাড়া পূর্ব বাংলার জনসংখ্যা ছিল পশ্চিমাঞ্চলের চারটি প্রদেশের মোট জনসংখ্যার চাইতেও বেশী। পাকিস্তানে যতদিন ভাঙ্গাচোরাভাবেও গণতন্ত্র চালু ছিল, ততদিন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা ছিল, জনসংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের দাবী-দাওয়া সরকার উপেক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু শাসনক্ষমতা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরিবর্তে যখন পশ্চিমা-প্রভাবিত সেনাবাহিনীর হাতে কুক্ষিগত

হল, তখন জনগ...
আইয়ুব খানের স...
কারণেই রাজনৈতি...
চিন্তা করেননি, তে...
কারণেই কেউই বি...
কথা চিন্তা করেন...
ধরনের প্রচার ক...
পর এখন বলতে...
স্বাধীন বাংলাদেশ...
কাজ করছিলেন,...
দাবীর সপক্ষে কে...
দেখাতে পারবেন...
অভ্যুদয়ের পিছনে...
ছিল না? অবশ্যই...
বাংলার জনগণের...
সৃষ্টি হয় তার ...
আন্দোলন জোরা...
স্বাধিকার চেতনা...
টিক্কা বাহিনী প...
নিরস্ত্র জনগণ অ...
পড়তে বাধ্য হয়...
মনসুর আহমদ...
আগে পূর্ববঙ্গে ...
ছিল। কিন্তু ঐ...
পাকিস্তান বাহিনী...
পর পাকিস্তানের...
তাই বলছিলাম,...
আন্দোলনের অব...
মতপার্থক্য যা দে...
বা দলের কি অ...
রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক...
আগে থেকেই। বি...
সূচনা সাতচল্লিশ...
আন্দোলনের সূচ...
ধারণা যে ভুল, এ...
কারণ সাতচল্লিশে...
প্রকাশিত হয়নি, ...
দাবীতে মিটিং-...
আটচল্লিশের ১১...
গণবিস্ফোরণ সংঘ...
সংগ্রাম এক চূড়ান্ত...
নিয়ে সাম্প্রতিককা...
রয়েছে বায়ান্নতে ...
ছিল না, এমন এব...
তুলে ধরার প্রচেষ্টা...
ভাষা সৈনিকরাও বি...

আমাদের দেশে ...
চলছে, ঠিক এমন...
পশ্চিমবঙ্গ থেকে ...
খবর পাওয়া যাচ্ছে...
ভাষা আন্দোলন...

চাল ও গমের চেয়ে ভুট্টা অধিক উৎপাদনশীল ও লাভজনক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সমন্বিত ভুট্টা উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল বাংলাদেশে ভুট্টা উন্নয়ন শীর্ষক এক জাতীয় সেমিনারে জানিয়েছেন– ভুট্টা চাল ও গমের চেয়ে অধিক উৎপাদনশীল এবং লাভজনক শস্য। কৃষককে যথাযথ সহায়তার মাধ্যমে ভুট্টা চাষ করানো হলে এটি দেশে দ্বিতীয় প্রধান শস্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। তিনি বলেন, সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নিলে ভুট্টা শুধু একটি শস্য নয় এটি শিল্পভিত্তিক শস্য হিসেবে পরিণত হতে পারে।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার ঢাকা জেলা কৃষি অধিদফতর ডিডি কার্যালয় মিলনায়তনে এ জাতীয় সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে বক্তব্যে কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল একথা বলেন। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক এম এনামুল হক। বক্তব্য রাখেন, সিমিটের প্রখ্যাত ভুট্টা বিজ্ঞানী এসকে ভেসেল, কৃষিতত্ত্ববিদ ক্রেগ এম মেইজনার। সমন্বিত ভুট্টা উন্নয়ন প্রকল্প ও সিমিট এ সেমিনারের আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে টেকনিক্যাল সেশনে সভাপতিত্ব করেন, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডঃ এম রাজ্জাক। এ অধিবেশনে মূল বক্তব্য রাখেন জাভেদ ইকবাল। এছাড়া ভুট্টা চাষের কলা-কৌশলগত ব্যাপারে বক্তব্য রাখেন এসকে ভেসেল, ক্রেগ, মেইনার ও ফার্নান্ডো গোলজালেজ, ডেভিড বিক ও নাজিম উদ্দীন মণ্ডল।

মূল প্রবন্ধে কৃষিবিদ জাভেদ ইকবাল বাংলাদেশে ভুট্টার বর্তমান পরিস্থিতি, সম্ভাবনা ও এর বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে গড়ে প্রতি হেক্টর জমিতে যে পরিমাণ ভুট্টা উৎপন্ন হয় বাংলাদেশে উৎপাদন তারচেয়ে বেশী। তিনি জানান, বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ ভুট্টা উৎপন্ন হয় চাহিদা তারচেয়ে অনেক বেশী। তিনি এর চাষ বাড়ানোর উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, এটি রবি ও খরিপ উভয় মৌসুমে চাষ করা যায়। এছাড়া একই জমিতে ভুট্টার সাথে মিষ্টি আলু, মরিচ, ডালসহ অন্যান্য শস্যও চাষ করা যায়। ভুট্টা বীজ বিএডিসি, প্রশিকা, ব্র্যাক, জিকেএফ-এর কাছে পাওয়া যায়। মাঠ পর্যায়ে কৃষকরা এদের কাছ থেকে সহজেই বীজ সংগ্রহ করতে পারবে। এ জাতীয় সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ডঃ এম হাসানুল্লাহ, ডঃ এম রাজ্জাক, এম এনায়েত উল্লাহ, সালেকুর রহমান মাসুম, বিলাল উদ ইসলাম, হাসান জাকির তুহিন, মহসিন মিয়া, খুরশিদুল আলম কাজল এবং বিভিন্ন থানা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি বিজ্ঞান গবেষক ও অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরায় ব্যয়বহুল বাড়ী ভেঙ্গে ফেলতে রাজউক নোটিশ জারী করায় উদ্বেগ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ রাজধানীর উত্তরা মডেল টাউনের ব্যয়বহুল বাড়ী ভেঙ্গে ফেলার জন্য রাজউক-এর নোটিশ জারীতে উত্তরা মডেল টাউন সমন্বয় পরিষদ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পরিষদের সভাপতি আইনজীবী আলহাজ মোহাম্মদ ইদ্রিস ...

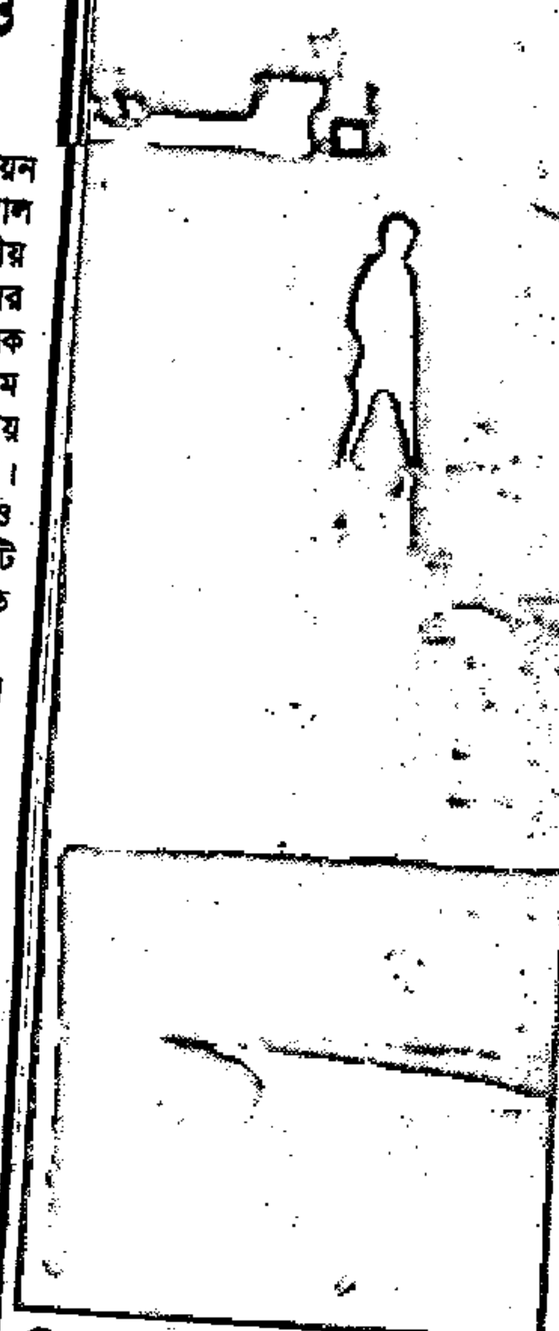

সিরাজগঞ্জ ঃ যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস...
স্তর, জেগে উঠছে চর-ডুবোচর। চি...
বহুমুখী যমুনা সেতুর বিস্তীর্ণ এলাকা...

শুষ্ক মৌসুমের ... অসং...

সৈয়দ শামীম সিরাজী (সিরাজগঞ্জ)।। শুষ্ক মৌসুমের শুরুতেই যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা নদীর পানিপ্রবাহ অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পেয়েছে। নদনদীর স্রোতধারা না থাকায় প্রতিদিন নদীবক্ষে জমছে বালির স্তর। জেগে উঠছে ছোট-বড় অসংখ্য চর ডুবোচর। চলতি বছর যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-তিস্তা নদীর তলদেশে হাজার হাজার টন বালি জমে বন্ধ হয়ে পড়ছে নৌ-চ্যানেল। পানিপ্রবাহ দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় নদীবক্ষে দেশী নৌকাগুলো পর্যন্ত কূলে ভিড়তে পারছে না। তিস্তা সেচ প্রকল্পের অধিকাংশ সেচ খাল এখন পানিশূন্য হতে চলেছে। যমুনা বহুমুখী সেতুর রিভার পয়েন্ট এলাকায় বিশাল বিস্তৃত চর পড়ে গেছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, যমুনা সেতুর নীচ দিয়ে এখন হেঁটেই নদী পার হওয়া যাবে। আশংকা করা হচ্ছে উল্লিখিত নদীর পানিপ্রবাহ এ বছর সর্ব নিম্ন পর্যায়ে পৌছবে এবং ভাসমান ডিপো থেকে উত্তরাঞ্চলে তেল সরবরাহ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে।

যমুনা নদী এলাকায় সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, কিছুদিন পূর্বের উত্তাল তরঙ্গের যৌবনপ্রাপ্ত যমুনা এখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। স্রোতধারাহীন এ যমুনার পানিপ্রবাহ ক্রমশ কমে গিয়ে ভয়াবহভাবে জেগে উঠছে অসংখ্য চর। এলাকাবাসীর মতে, সাধারণত ফাল্গুন-চৈত্র